ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 131-139
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.017

‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ এর শকুন্তলা ও ‘বীরাঙ্গনা’র শকুন্তলার তুলনাত্মক পর্যালোচনা

জয়দেব পাল, *গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.10.2024; Accepted: 26.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The poet Kalidasa's world-famous drama ‘Abhijñānaśakuntalam’ and the poet Sri Michael Madhusudan Dutta's ‘Bīrāṅganā’, a poet who shaped the ‘amitrākṣara’ rhythm of bengali literature, are famous and well-known poems. Earlier poet Ishwar Gupta had mentioned ‘Patra-kāvya’(Epistolery), but it was Madhusudan Dutta who first followed the Roman poet ‘Ovid’ and composed eleven cantos ‘Bīrāṅganā’ ‘Patra-kāvya’ in its own glory. In 'śakuntalā patrikā’, the first canto of ‘Bīrāṅganā’ Kavya, the poet Madhusudan Dutta follows the love story of Dusmanta and Shakuntala as described in the Mahābhārata or Padmapurāṇa or ‘Abhijñānaśakuntalam’. Based on the scene of the hero's hatred of the heroine, he composed the letter ‘‘duṣmantēra prati śakuntalā’’. Poet Kalidasa has brought out the emotional pulse of the newly married. Shakuntala’s heart towards the returning king and in Madhusūdana's work, the diverse human female character of the complaint of the distressed and anxious village wife has been exposed. In both poems, Shakuntala is the daughter of Rajarishi Vishwamitra and Apsara Menka, Shakuntala is abandoned as a child, raised by Maharishi Kanva. Her introduction, meeting and marriage according to ‘Gandharva’ with King Dusmanta who came to Tapobana. In both poems, Shakuntala's letter writing, story of ‘Bhramara’, Betasa-kunja's description and return to the homeland. King Dusmanta did not show initiative in taking Shakuntala to the capital. Some contrasts in both the poems catch everyone's attention. For example, Kalidasa's Shakuntala, overwhelmed with passion, wrote the ‘padmapatra’ (lotus leaf) only once with his fingernails, but Madhusudan's Shakuntala did it many times. Kalidasa's Shakuntala is not as worried and apprehensive as Madhusudan's Shakuntala. Kalidasa's Shakuntala sought blessings from Goddess Vanadevi, fearing no curse. But Madhusudan's Shakuntala is alarmed by the curse of Vanadevi on Dusmanta. Kalidasa's Shakuntala did not want to repeat the story of ‘Bhramara’ but Madhusudan's Shakuntala did it repeatedly.

Keywords: Epistolary, Philogynist. Feminism, Shakuntala, Sonnet.

“রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।”[১]

[১] শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), বিবিধ-কাব্য. বঙ্গভূমির প্রতি, পৃষ্টা: ৯.

বাংলাসাহিত্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দের রূপকার কবি শ্রীমাইকেল মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' ও সংস্কৃতসাহিত্যের উপমা নৈপুণ্যের শিরোমণি মহাকবি কালিদাসের জগৎখ্যাত রূপক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' অনন্য রসময় সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত কাব্য। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' এর নায়িকা শকুন্তলা মুগ্ধা শ্রেণীর ধর্মপ্রাণ, নম্র, প্রাঞ্জলহৃদয়, সরল, উৎসবপ্রিয়া, মিষ্টভাষী, হাস্যমুখর, বল্কলধারী, প্রকৃতিপ্রেমী, অপ্রতিম রূপের অধিকারিণী, তিলোত্তমা ও কোমলহৃদয় নারী। বাংলা সাহিত্যের অভিনবত্বে ইংরেজ কবি মিলটনের 'ব্ল্যাঙ্কভার্স' (Blank Verse) এর অনুকরণে ভাবযতি ও ছন্দোযতির অমিত্রতার আধারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে এবং রোমান কবি ওভিদের অনুসরণে 'এপিস্টাইল' (Epistle) বা পত্রকাব্যের ভাবধারায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচিত একাদশ সর্গ বিশিষ্ট 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রথম সর্গে অর্থাৎ 'শকুন্তলাপত্রিকায়' - "দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা" পত্রে, বর্ণিত শকুন্তলা মধুর, রসময়ী, ব্যথিতচিত্ত, চঞ্চল, ধর্মপ্রাণ, গঞ্জনা সহ্যকারী, পরিত্যক্ত, সন্তানসম্ভবা, ব্যাকুল, অভিযোগকারিণী, প্রোষিতভর্তৃকা, বিনীত ও বিরোহিণী নারী। সুতরাং সরস্বতীর বরপুত্র মহাকবি কালিদাস যেমন দেবী সারদার বরে মহীয়ান্ হয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এ শকুন্তলা চরিত্র সৃজন করেছেন। তেমনি বাংলা মায়ের কৃপা লাভে কবি মধুসূদনের অমর সৃষ্ট পত্রকাব্য বীরঙ্গনার শকুন্তলাও মধুর রসাস্বাদনে বৈচিত্র্যের ঘনঘটায় চির অমর ও অম্লান। তা কবির স্বকীয় বাণীতে ব্যক্ত হয়েছে -

"অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতি - জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস - কি বসন্ত, কি শরদে।"[২]

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম নাট্যগ্রন্থ হল ভারতমুনির নাট্যশাস্ত্র। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তগুলিতে যেমন যম-যমী, ১০/১০ সরমা-পণি ১০/১০৮ পুরুরবা-উর্বশী ইত্যাদিকে নাটকের প্রাচীনতম রূপ বলে অনেকে মনে করেন। যাই হোক আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে মহাকবি কালিদাস পদ্মপুরাণ বা মহাভারতের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার আখ্যানানুসারে স্বকীয় মহিমায় নতুন ভাবে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' সপ্তাঙ্কবিশিষ্ট দৃশ্যকাব্যটি রচনা করেন। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা ভাষায় ভিন্নধর্মী রচনারীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদন দত্ত চতুর্দশপদী বা সনেট ধর্মী কবিতাবলী পাশ্চাত্য কবি পেত্রার্কের অনুসরণে রচনা করেন। যা স্বতন্ত্রভাবে বাংলা সাহিত্যের গরিমাকে শ্রীবৃদ্ধি করেছে। তাঁর রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য হল 'বীরাঙ্গনা'। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই কাব্যের প্রশংসায় বলেছেন-

"কবিত্ব শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু ভাষার লালিত্যে ও ছন্দের পারিপাট্যে মধুকবির বীরঙ্গনা কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা"[৩]

সংস্কৃতশাস্ত্রের বিশিষ্ট আলংকারিক আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে পত্রপ্রেরণ, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, মৃদু ভাষা, প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি ও দূতীপ্রেরণ প্রভৃতি নারীদের প্রেম প্রকাশের বিশিষ্ট রীতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের তৃতীয় অংকে দুষ্যন্তের কাছে শকুন্তলার পত্ররচনার বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটকে, বাণভট্টের কাদম্বরীতে ও ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে রুক্মিণীর পত্র লিখনের কথা বর্ণিত আছে। তবে সংস্কৃতসাহিত্যে প্রাচীনকালে কোন পৃথক্

[২] শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), বিবিধ-কাব্য. বঙ্গভূমির প্রতি - পৃষ্টা - ৯

[৩] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, ডঃ অশোক কুমার মিশ্র , পৃষ্ঠা: ৫৩

পত্রকাব্য রচনার নিদর্শন পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা বিভিন্ন রচনার বিভিন্ন পরিসরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল কবি মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যটি কোন বা কার রচনা রীতিকে অনুসরণ করে লেখা হয়েছে? কবি মধুসূদন দত্তের পূর্বে কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ্য করে লেখা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় পত্রকবিতার ইঙ্গিত থাকলেও ইংরেজি 'এপিস্টলারি' (Epistolery) বা পত্রকাব্য বা পত্রকবিতার বা লিপি কবিতার যথার্থ রীতি কবি মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যেই পাওয়া যায়। 'পাবলিয়াস অভিদিয়াস নাসো' বা 'ওভিদ' একজন রোমান ইংরেজি সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি খ্রিস্টপূর্ব ৪৩ জন্মেছিলেন। তাঁর রচিত 'হিরোইডস' (Heroides) পত্রকাব্যের সঙ্গে কবি মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের সাদৃশ্য প্রচুর। যেমন ওভিদের মতনই তিনি পৌরাণিক নারী চরিত্রের গ্রহণ ও হিরোইডসের নাম অনুসারেই বীরাঙ্গনা কাব্যের নামকরণ করেন। তাছাড়া রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে ওভিদের নামোল্লেখ না করলেও ওভিদের ২১ টি পত্রের অনুসরণে কাব্য রচনা ইচ্ছা এবং সময় অভাবে ১১ টি পত্র প্রকাশ করার কথা কবি মধুসূদন দত্ত বলেছেন। সুতরাং কবি মধুসূদন দত্ত রোমান কবি ওভিদকে অনুসরণ করেই তার 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যটি লিখেছিলেন তা অনেকাংশেই সত্য। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের ১১টি সর্গের এগারটি পত্রকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা ক) আদর্শ প্রেমপত্রিকা, খ) প্রত্যাখ্যান পত্রিকা, গ) অভিযোগ বা অনুযোগ পত্রিকা ও ঘ) প্রোষিতভর্তৃকা পত্নীর পত্রিকা। ক) আদর্শ প্রেমপত্রিকা মধ্যে তারা-পত্রিকা, রুক্মিণী-পত্রিকা ও সূর্পনখা-পত্রিকা রয়েছে। খ) প্রত্যাখ্যান পত্রিকার মধ্যে জাহ্নবী-পত্রিকা রয়েছে। গ) অভিযোগ বা অনুযোগ পত্রিকার মধ্যে কেকয়ী-পত্রিকা, জনা-পত্রিকা রয়েছে। ঘ) প্রোষিতভর্তৃকা পত্নীর পত্রিকা মধ্যে শকুন্তলা-পত্রিকা, দ্রৌপদী-পত্রিকা, ভানুমতী-পত্রিকা , দুঃশলা-পত্রিকা ও উর্ব্বশী-পত্রিকা রয়েছে।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ও কবি মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যদ্বয়ের শকুন্তলা চরিত্রের মধ্যে নানা বৈচিত্র্যগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয়কাব্যেই যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তা হলো –

ক) উভয় কাব্যেই বলা হয়েছে শকুন্তলা রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ও অপ্সরা মেনকার গর্ভজাত কন্যা। শৈশবে পিতা ও মাতাকর্তৃক শকুন্তলা পরিত্যক্ত হন।

খ) উভয়কাব্যানুসারে কণ্বমুনি শকুন্তলাকে লালন পালন করেন।

গ) উভয়কাব্যেই কণ্বমুনির অনুপস্থিতিতে রাজা দুষ্মন্ত কণ্বাশ্রমে আসেন, অতিথি সৎকার গ্রহণ করেন এবং শকুন্তলার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হন।

ঘ) দুই কাব্যেই শকুন্তলা ক্ষত্রকুলোদ্ভব শুনে রাজার প্রেমাসক্তি বাড়ে এবং ঘটনাক্রমে গোপনে গান্ধর্ববিধিতে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং রাজা শকুন্তলাকে আশ্রমে রেখে স্বদেশে বা স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

ঙ) উভয়কাব্যেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার কোনরূপ তত্ত্বাবধান বা তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি।

চ) দুই কাব্যেই শকুন্তলা দুর্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন।

ছ) উভয়কাব্যেই শকুন্তলার পত্ররচনা প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়।

জ) দুই কাব্যেই শকুন্তলার গান্ধর্ব পরিণয়ের কথা গৌতমী ও মহর্ষি কণ্ব প্রথমে কেউই জানতেন না। কেননা মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থে ছিলেন।

ঞ) দুই কাব্যেই ভ্রমর বৃত্তান্ত ও তার অবসরে তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ স্বীকৃত। কালিদাসের শকুন্তলাকে সস্পৃহ বা আগ্রহ সহকারে দেখে রাজা দুষ্মন্ত বৃক্ষের অন্তরালে থেকে শকুন্তলা ও ভ্রমরের প্রসঙ্গে বলেছিলেন-

"চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।

করৌ ব্যাধুণ্বত্যাঃ পিসি রতিসর্বস্বমধরং বয়ং তত্ত্বাণ্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খালু কৃতী।।"[৪]

ভ্রমর বৃত্তান্ত অনুসারে ভ্রমর শকুন্তলার কম্পিত চঞ্চলিত নয়নের অপাঙ্গকে বারংবার স্পর্শ করে যেন কোন গোপন কথা বলেছে, কানের কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে গুঞ্জন করেছে, দুহাত দিয়ে বাঁধা প্রাপ্ত হলেও রতি সম্ভোগের সার অধর সুধা পান করেছে। তাই ভ্রমর ভাগ্যবান, আর সকলে তত্ত্ব অনুসন্ধান করে বিফল হয়েছে মাত্র।

ঞ) উভয়কাব্যেই নিকুঞ্জ বা লতাকুঞ্জ ও লতা মণ্ডপের বর্ণনা রয়েছে। কালিদাস বলেছেন-

"শক্যমরবিন্দসুরভিঃ কণবাহী মালিনীতরঙ্গাণাম্ ।
অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈরবিরলমালিঙ্গিতুং পবনঃ।।"[৫]

পদ্মের গন্ধে সুরভিত মালিনী নদীর তরঙ্গের কণা বহনকারী বাতাস। আর কুঞ্জটি বেত্রলতায় তৈরি এবং প্রবেশদ্বারে সাদা বালিতে ভরা।

বীরাঙ্গনায় শকুন্তলা বলেছেন-

"দেখি প্রফুল্লিত ফুল মুকুলিত লতা;
শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জর,
স্রোতোনাদ, মরমরে পাতাকুল নাচি;
কুহরে কপোত, সুখে বৃক্ষশাখে বসি,
প্রেমালাপে কপোতীরে মুখে মুখ দিয়া।
সুধি ফুলপুঞ্জে,- 'রে নিকুঞ্জ শোভা,..."[৬]

ট) উভয় কাব্যেই শকুন্তলার গোপন প্রেম, গান্ধর্ববিবাহ ও বিরহের কথা প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া দুই সখী জানে। সখীদ্বয়ের আলাপচারিতায় জানা যায়- গান্ধর্ববিধিতে শকুন্তলার পরিণয় ও যোগ্য বর বা রাজা দুষ্মন্তকে লাভ করায় অনসূয়া আশ্বস্ত হলেও তাঁর মনে সংশয় ঘনিয়েছে।"আত্মনঃ নগরং প্রবিশ্য অন্তঃপুরাসমাগতঃ ইতোগতং বৃত্তান্তং স্মরতি বা ন বেতি"[৭] / রাজধানীতে ফিরে গিয়ে রাজা অন্তঃপুরের মহিষীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আশ্রমের এই বৃত্তান্তের কথা স্মরণ রাখবেন কিনা এই নিয়ে অনসূয়ার মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রিয়ংবদা তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছেন যে- "ন তাদৃশা আকৃতিবিশেষাঃ গুণবিরোধিনো ভবন্তি"[৮] / এরকম বিশেষ আকৃতির মানুষ কখনোই গুণবিরোধী কাজ করবেন না, তাছাড়া দৈবক্রমে গুণবান পাত্রে শকুন্তলা পাত্রস্থ হওয়ায় পিতা-কণ্ব খুশিই হবেন- একথা চিন্তা করে তার দুজনেই আশ্বস্ত হয়েছেন। আবার দুর্বাসার অভিশাপ শকুন্তলাকে জানায়নি। "রক্ষিতব্যা খলু প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী"[৯] অর্থাৎ কমলহৃদয় প্রিয়সখীকে বাঁচাতে হবে। তাই অভিশাপবৃত্তান্ত তাঁরা নিজেদের মধ্যেই গোপন রেখেছেন। প্রিয়ংবদা বলেছেন

[৪] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ শ্লোক- ১/২১

[৫] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ শ্লোক- ৩/৫

[৬] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা – ডঃ অশোক কুমার মিশ্র , পৃষ্ঠা: ২

[৭] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ডঃ অনিলচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা: ২৫০

[৮] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ডঃ অনিলচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা: ২৫০

[৯] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্,ডঃ অনিলচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা: ২৬৩

নবমালিকা লতায় কেউ গরমজল সিঞ্চন করতে চায় না- "কো নাম উষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি?"[১০] অপরদিকে বীরাঙ্গনায় শকুন্তলাও সখীদ্বয়ের প্রতি হৃদয়ের আত্মীয়ভাব স্বীকার করেছেন-

"অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয় বিনা,
নাহি জন জানে, হায় এ বিজন বনে
অভাগীর দুঃখকথা!"[১১]

বৈসাদৃশ্য:

ক) উভয়কাব্যেই পত্ররচনা প্রসঙ্গ থাকলেও দুটি ভিন্ন পন্থায় হয়েছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ দৃশ্যকাব্যের তৃতীয় অংকে প্রিয় বিরহে ক্লিষ্ট শকুন্তলা মদনশরে বা কামানলে দগ্ধ হয়ে লতাকুঞ্জে দুই সখী প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া কর্তৃক পরিচর্যা ও আরাচারিতায় দুষ্যন্তের প্রতি তার অনুরাগ প্রদর্শনকালে সখীদ্বয়ের অনুপ্রেরণায় পদ্মপত্রে নখাঘাতে পত্ররচনা করেন-

"তব না জানে হৃদয়ং মম পুনঃ কামো দিবাপি রাত্রাবপি।
নির্ঘৃণ তপতি বলীয়স্তত্বয়ি বৃত্তমনোরথান্যঙ্গানি।।"[১২]

শকুন্তলা রাজাকে নির্দয় বলে সম্বোধন করে বলেছেন, দুষ্যন্তের মনের কথা সে জানেনা কিন্তু তাঁর প্রতি একান্ত অনুরাগবশতঃ তাঁর অঙ্গসমূহ নিদারুণভাবে রাত্রিদিন কামদেবের প্রভাবে সন্তপ্ত হয়ে চলেছে।

তবে প্রেমপত্রটির রচিত হলেও প্রেরণের প্রয়োজন হয়নি। কারণ রাজা দুষ্যন্ত স্বয়ং আড়ালে থেকে সমস্ত কথা শুনে ও শকুন্তলার অবস্থা দেখে নিজেই বেরিয়ে আসেন এবং স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করেন। বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদনের শকুন্তলা দুষ্মন্তের পরিণীতা এবং তাঁকে কণ্বাশ্রমে রেখে গেলেও রাজন্তঃপুরে নিয়ে যাবার কোন উপক্রম না করায় এবং তাঁকে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় রাজার প্রতি গভীর অভিমানবশতঃ পত্র রচনায় ব্রতী হয়েছেন। কবিকল্পনায় ব্যাথিতা করুণরসে স্নিগ্ধা শকুন্তলা প্রোষিতভর্তৃকা বা যার স্বামী বিদেশে থাকে সেই নারী বা পত্নীর মত শত অনুযোগে উৎকণ্ঠায় ও মলিনতায় বারংবার রাজা দুষ্মন্তকে বিদ্ধ করেছেন। এটি কবি মধুসূদনের স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

খ) কালিদাসের শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রার পূর্বে এবং গান্ধর্ববিধিতে বিবাহের পর স্বামী বা পতিচিন্তায় নিমগ্ন হলে চিত্রপটের ন্যায় অবস্থান ("*বামহস্তোপহিতবদনা আলিখিতা ইব প্রিয়সখী*"[13]) করলেও তার গান্ধর্ব পরিণয় বিষয়ে কোনো উৎকণ্ঠা ছিল না। কিন্তু বীরাঙ্গনায় শকুন্তলা উৎকণ্ঠিত-

"সে তরুর তলে
গান্ধর্ব্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাধে
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,-
কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি,
ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জধামে !"[১৪]

---

[১০] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ডঃ অনিলচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা: ২৬৩

[১১] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, ডঃ অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ৩

[১২] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্লোক- ৩/১৪

[১৩] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ডঃ অনিলচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা: ২৬৩

আশ্রমমাতা কণ্বমুনির ভগিনীর প্রসঙ্গে বলেছেন –

"ভাগ্যে বৃদ্ধা গৌতমী তাপসী
পিতৃস্বসা,- মনঃ তাঁর রত তপজপে ;
তা না হলে, সর্ব্বনাশ অবশ্য হইত
এত দিনে!"[১৫]

মহর্ষি কণ্বের প্রসঙ্গে বলেছেন -

"আসিবেন তাত কণ্ব ফিরি যবে বনে;
কি কব তাহারে, নাথ, কহ তা দাসীরে?"[১৬]

গ) কালিদাসের শকুন্তলা আনমনা কোমল হৃদয়া, কেবল প্রত্যাখ্যানে বিরহিত হয়েছেন। কিন্তু মধুসূদনের শকুন্তলা ভ্রমপরায়ণা বিচ্ছেদে বিরহ-ব্যাকুলা। শকুন্তলা বলেছেন-

"হায় আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!
হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে;
পবন স্বনন যদি শুনি দূর বনে;
অমনি চমকি ভাবি, - মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক বাজীরাজী, সুরথ, সারথি,
কিঙ্কর কিঙ্করী সহ; আশার ছলনে
প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া ডাকি সখীদ্বয়ে;"[১৭]

অর্থাৎ আশায় মদমত্ব শকুন্তলার চিত্তে পতি চিন্তায় ভ্রম দেখা দেয়। আকাশে ধূলোরাশি, বাতাসের শব্দ দূর বনে শুনে চমকে উঠে ভাবে এই আশ্রমে পদাতিক সৈন্য, অশ্বারোহী, রথ, সারথি, দাস ও দাসী নিয়ে বুঝি রাজা দুষ্মন্ত এলেন। প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়ার কাছে বিলাপ করেন। কখনো তিনি ভাবেন পুরবাসীরা তাঁকে নিতে আসছেন, কখনও নিকুঞ্জবনে ছুটে যান তাঁরই খোঁজে। প্রাণচাঞ্চলা শকুন্তলা স্থির হতে পারেন না।

ঘ) কালিদাসের শকুন্তলা বিরহিত হয়ে পুনরায় ভ্রমর বৃত্তান্তের অবতারণা করেননি। কিন্তু বীরাঙ্গনার শকুন্তলা দুষ্মন্তের সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্খায় পুনরায় ভ্রমরকে আক্রমণ করতে বলেছেন তাঁর অধরে। কারণ তখন হয়তো পূর্বের মতো রাজা তাঁকে রক্ষা করতে ছুটে আসবেন -

"ডাকি উচ্চে অলিরাজে; কহি- ফুলসখে
শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরী
এ পোড়া অধর পুনঃ! রক্ষিতে দাসীরে
সহসা দিবেন দেখা পুরকুলনিধি!"[১৮]

---

[১৪] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, ডঃ অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা:৩-৪

[১৫] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, ডঃ অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ৪.

[১৬] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা – ডঃ অশোক কুমার মিশ্র , পৃষ্ঠা: ৫-৬.

[১৭] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা– ডঃ অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ১

[১৮] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, ডঃ অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ২-৩.

আবার অভিমানে বলেছেন -

"কিন্তু বৃথা ডাকি, ক্লান্ত! কি লোভে ধাইবে
আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,
শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে?"[১৯]

ঙ) কালিদাসের শকুন্তলা যে পত্র লেখেন তার বাহক প্রিয়ংবদা হবেন এই স্থির হয় এবং দেবতার নির্মাল্যের ছলে পুষ্পে গোপন করে রাজার হাতে তা পৌঁছানোর কথা হয়-

"হলা, মদনলেখ অস্মৈ ক্রিয়তাম্। ইমং দেব-শেষো২পদেশেন সুমনো গোপিতং কৃত্বা অস্য হস্তং প্রাপয়িষ্যামি"[২০]।

কবি মধুসূদনের শকুন্তলা কখনো প্রভঞ্জন বা বায়ুকে ও কখনো বা কুরঙ্গ বা হরিণকে পত্রপ্রেরক বা বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরণ করতে চেয়েছেন -

"পদ্মপর্ণ নিয়া
কত যে কি লিখি নিত্য কব তা কেমনে?
প্রভু প্রভঞ্জনে কহি কৃতাঞ্জলি-পুটে;-
উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা,
ফেল রাজপদ তলে, যথা রাজালয়ে
বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমণি ;
সম্বোধি কুরঙ্গে কভু কহি শূন্যমনে ;-
'মনোরথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি,
কুরঙ্গ! লেখন লয়ে, যা চলি সত্বরে"[২১]

চ) কালিদাসের শকুন্তলা দুর্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্তের কথা জানতেন না। দুর্বাসার কঠোর অভিশাপের ফলে পরবর্তীকালে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারেননি। কবি মধুসূদনের শকুন্তলা পতি বিরহে এতই আকুল যে তাঁর মনে হয়েছে তাঁর দুঃখ দেখে বুঝি বনদেবী রাজাকে অভিশাপ দেবেন। এই আশঙ্কায় সে ভীত, কারণ দুষ্মন্তকে সে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে -

"অলির গুঞ্জর শুনি ভাবি - মৃদুস্বরে
কাঁদিছেন বনদেবী দুঃখিনীর দুঃখে!
শুনি স্রোতনাদ ভাবি - গম্ভীর নিনাদে
নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি, -
কাঁপি ভয়ে, পাছে তিনি শাপ দেন রোষে"[২২]।

উপসংহার: বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে আজও দ্বিশতবর্ষেও বাংলামাতৃকার পূজারি কবি শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তের অমৃতময়ি মধুবৎ কাব্যরস সকল পাঠককুলের বা রসপিপাসুদের কাছে পরম আদরের। উভয় কবি

[১৯] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা ডঃ অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ৩

[২০] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ , ডঃ অনিলচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা: ২০৬

[২১] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, ডঃ অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ৩

[২২] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা - ডঃ অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা - ২

ঋগ্বেদাদি সংবাদসূক্তে, পুরাণাদি গ্রন্থে, রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে উল্লেখিত নারী চরিত্রগুলির অন্তরের অন্তর্ভাবগুলিকে প্রস্ফুটিত শতদলের মতো চেতনা ও মূল্যবোধের আলোকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বীরাঙ্গনার প্রথম সর্গ 'শকুন্তলা পত্রিকায়' কবি মধুসূদন দত্ত মহাভারত বা পদ্মপুরাণ বা অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এ বর্ণিত রাজা দুষ্মন্ত বা দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রেমময় কাহিনীতে নায়কের প্রতি নায়িকার বিরহের দৃশ্যকে অবলম্বন করে 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' পত্রটির সঞ্চয়ন ঘটেছে। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের ও স্বদেশে প্রত্যাগমনকারী রাজার প্রতি নবপরিণীতা শকুন্তলার হৃদয়ের ভাবাবেগের যে স্পন্দন ফুটে ওঠে, তা মধুসূদনের রসসঞ্চারে মধুর ও করুণ-রসময়ী ব্যাথিতা চিত্তা বিরহিনী গ্রাম্যবধূর অনুযোগ ও অভিযোগের বৈচিত্র্যময় মানবিকতার ঊর্মিমালায় মহাসাগরে পরিণত হয়েছে। তাই উভয় কাব্যে শকুন্তলা চরিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্যের ঘনঘটা পরিস্ফুট। উভয়কাব্যেই শকুন্তলা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ও অপ্সরা মেনকার কন্যা। শকুন্তলা শৈশবে পরিত্যক্তা, মহর্ষি কণ্ব তাঁর পালক পিতা। তপোবনে আগত রাজর্ষি দুষ্মন্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, মিলন ও গান্ধর্ব মতে বিবাহ সম্পাদন হয়। দুর্বাসার শাপে অভিশাপগ্রস্তা হলেও সে বৃত্তান্ত তাঁর অজানা। উভয়কাব্যেই শকুন্তলার পত্ররচনা, ভ্রমর বৃত্তান্ত, বেতসকুঞ্জের বর্ণনা, রাজা দুষ্মন্ত কর্তৃক শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে বিবাহের পর তপোবনে রেখে স্বদেশে বা নিজের রাজধানীতে প্রত্যাগমন ও স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনের পর রাজার কোনো তত্ত্বাবধানে অনাগ্রহতা ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। কালিদাসের শকুন্তলা ততটা উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কিত নয়, যতটা মধুসূদনের শকুন্তলা। কালিদাসের শকুন্তলা ভ্রমরবৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি চায়নি। কিন্তু মধুসূদনের শকুন্তলা চেয়েছেন। কালিদাসের শকুন্তলা বনদেবীর আশীর্বাদ চেয়েছেন, অভিশাপ আশঙ্কা করেননি। কিন্তু মধুসূদনের শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রতি বনদেবীর অভিশাপের শঙ্কায় শঙ্কিত। কালিদাসের শকুন্তলা মদনশরে আক্রান্ত হয়ে অতি অনুরাগে নখাঘাতে পদ্মপত্রে একবার মাত্র প্রেমপত্র রচনা করলেও মধুসূদনের শকুন্তলা বারংবার করেছেন। দুষ্মন্তের প্রতি বিরহ ক্লিষ্ট শকুন্তলা কখনো প্রভঞ্জনকে (বায়ুকে) কখনও আবার কুরঙ্গকে (হরিণকে) দূত হিসেবে প্রেরণ করতে চেয়েছেন। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের অন্তরালে উভয় কাব্যের শকুন্তলা চরিত্রে নারীর প্রগতি ও মুক্তির ইঙ্গিত মেলে ।

শুধু বীরাঙ্গনায় শকুন্তলায় বিরহ যন্ত্রণা প্রকাশিত তা নয়, কালিদাসের শকুন্তলাও নাটকের পঞ্চমাঙ্কে দুষ্মন্ত কর্তৃক প্রত্যাখাতা হয়ে তীব্র রোষানলে রাজাকে ভৎর্সনা করেছেন, ক্রন্দন করেছেন, এরপর মাতা মেনকা কর্তৃক স্বর্গের মহর্ষি মারীচের আশ্রমের সদাচারিণী, ব্রতচারিণীর ভূমিকায় উৎত্তীর্ণ হয়েছেন। দুই কাব্যের শকুন্তলা আগে দুষ্মন্তের প্রেমিকা ও এখন ভরতের মাতা। দুষ্মন্তের সঙ্গে পরিচয়, মিলন, বিবাহ, দুর্বাসার অভিশাপ, শকুন্তলার পতিগৃহে গমন ও প্রত্যাখ্যান, মারীচের আশ্রমে পুত্র সর্বদমনের জন্ম ও পালন, পরে স্বর্গ থেকে ফেরার পথে পুত্র ও স্ত্রীর সঙ্গে রাজা দুষ্মন্তের পুনর্মিলনে কালিদাস মর্ত্যের কামজ প্রেমকে ত্যাগ ও তিতিক্ষার কষ্টিপাথরে স্বর্গীয় আত্মিক প্রেমে পরিণত করে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে উজ্জ্বলিত ও প্রশংসিত করেছেন। তেমনি চতুর্দশপদী কবিতাবলী বা সনেটের সম্রাট কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সন্তান-সম্ভবা, পরিণীতা, কুল-মান চিন্তারতা, স্বামীর সঙ্গে প্রথম মিলনের স্মৃতি রোমন্থনে রত বিরোহিণী সংসারানভিজ্ঞা অসহায় অন্তর্বেদনায় দগ্ধ নারীর উদ্বেগ যেভাবে তুলে ধরেছেন, তাতে শকুন্তলা নারী মুক্তির ও মঙ্গলময় মানবীর মাগদর্শী হয়েও সহজ ও সরল ভাবাদর্শী মাটির প্রতিমা। তাই তার আকুতি -

"সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি- এই লোভ মনে, -
এই চির আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে !"[২৩]

[২৩] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, ডঃ অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ৫

পরিশেষে বলা যায় যে, মহাকবি কালিদাসের স্বকীয় সৃষ্টি দুর্বাসার অভিশাপে যে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা কাহিনী প্রাণোজ্জ্বল ও রমণীয় হয়েছিল, তা কবি মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনার দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার পত্রে আরও পরিপূর্ণতা ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে - একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী:

ক) চক্রবর্তী শ্রীসত্যনারায়ণ, মহাকবি কালিদাস - প্রণীতম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা - ৭০০০০৬, সপ্তম সংস্করণ, ২০১০।

খ) দত্ত ডঃ প্রণব কুমার, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশন-পুনর্মুদ্রণ, ২০১০।

গ) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস শ্রীসজনীকান্ত (সম্পাদিত), বিবিধ-কাব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, ২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড - কলকাতা, ১৯৪১।

ঘ) বসু ডঃ অনিলচন্দ্র, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ৭০০০০৬, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৬।

ঙ) বসু শ্রীচন্দ্রনাথ, শকুন্তলাতত্ত্ব, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশন, ২০০৫।

চ) ব্যানার্জি এ. এল. (সম্পাদিত), মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত বীরাঙ্গনা কাব্য, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০০১২, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৬১।

ছ) মজুমদার প্রদীপকুমার, ঋগ্বেদের সংবাদসূক্ত অনুবাদ ও আলোচনা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা - ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশন, ২০১২।

জ) মিশ্র ডঃ অশোককুমার, মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা-৭০০০০৯, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১০।

ঝ) মিশ্র ডঃ অশোক কুমার, সাহিত্যের রূপরীতি কোষ, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা - ৭০০০০৯, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৯।

ট) PAGE T.E. and ROUSE W. H.D. (editor), heroides and Amores by Ovid, William Heinemann and Macmillan company, London and New York, 1914.